সংবাদ

তারিখ ১৮ SEP 2015
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে দুই মন্ত্রীর অনুযোগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে অনুযোগ তুলেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর।

গতকাল বাংলা একাডেমিতে 'দ্বিতীয় ভাষা উৎসব' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এই দুই মন্ত্রী নিজের শৈশবের সঙ্গে বর্তমান শিশুদের তুলনা করে এই অনুযোগ জানান। বাংলা একাডেমি, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ এবং মাই একাডেমির উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান সুবহানী, মাই একাডেমির চেয়ারম্যান এটিকেএম ইকবাল প্রমুখ।

আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, আমাদের স্কুল জীবনে বানানের নিয়ম-কানুন বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিপালন

মন্ত্রীর : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

মন্ত্রীর অনুযোগ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

করা হতো। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন ধরনের বানান আসতে থাকল। এগুলো বেশ জটিল ব্যবস্থা সৃষ্টি করে। বাংলা বানানের সহজীকরণ করা হয়েছে, সেখানে ভুল হয়। তাতে উচ্চারণে গোলমাল হয়ে যায়। তবে বাংলা একাডেমি বানানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে বলে মনে করেন মুহিত।

আসাদুজ্জামান নূর হতাশা প্রকাশ করে বলেন, পড়ার চাপে স্কুল পড়ুয়া শিশুদের অন্য সব ক্ষেত্রের বিকাশ আটকে যাচ্ছে। এখন শিক্ষার্থীদের উপর 'জিপিএ ফাইভ নির্যাতন' চলে।

তিনি বলেন, আজকাল শেখানের পদ্ধতিটা খুব জটিল। ভোর ৭টার সময় বাচ্চাগুলোকে টানতে টানতে স্কুলে নিয়ে যায়। এরপর তারা এতগুলো হোমওয়ার্ক নিয়ে বাড়িতে আসে। হোমওয়ার্কের ঠেলায় না খেলতে যেতে পারে, না গান শিখতে পারে, না কবিতা পড়তে পারে, না ছবি আঁকতে পারে। ... আরেকটু বড় হলে যা শুরু হয়, সেটা হল জিপিএ ফাইভ নির্যাতন।

তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ কি জিপিএ ফাইভ পেয়েছেন? তিনি তো বড়লোকের ছেলে ছিলেন, স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। নজরুল পেয়েছেন? রুটির দোকানে কাজ করতে করতে স্কুলে যাওয়ার সুযোগই হয়নি তার। কিন্তু তার বই পড়েই তো জিপিএ ফাইভ পেতে হচ্ছে। আইনস্টাইন সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানী। তিনি গণিতে ফেল করেছিলেন। আমি ফেল করতে বলি না। কিন্তু তার হাতে সব সময় বেহালা থাকত। সব সময় জীবনের সৌন্দর্য তিনি সংগীতে খুঁজে পেয়েছিলেন। আমরা সেই সৌন্দর্য খুঁজে পেতে কোন চেষ্টা করি না।